38. Politics Managers Don't Know:

A Clash of Rational and Political Managers

৩৮. ম্যানেজাররা যে রাজনীতি জানেন না:

যুক্তিবাদী ও রাজনীতিক ম্যানেজারদের সংঘাত

ভারত সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি কারখানা—XYZ Ltd.-এর জেনারেল ম্যানেজার (General Manager – GM) এস.পি. গুপ্তকে একই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অন্য একটি কারখানায় বদলি করা হলো। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কারখানাটি সফলভাবে রূপান্তর ও পুনর্গঠন করার সুবাদে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। নতুন এই দায়িত্ব পেয়ে তিনি যেমন অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন, তেমনি তার আগে অন্য একটি কারখানার রূপান্তরের অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। তাই তিনি কারখানার রূপান্তরের আরও একটি নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে, এই নতুন কারখানাও ঠিক একই ধরনের ম্যানেজমেন্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছিল, যেমন: বিশৃঙ্খলা দমন করা, সময়ানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনা এবং কারখানার বাস্তব ও আর্থিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, যার ফলে কারখানার কর্মীদের জন্য বর্ধিত প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে।

মাত্র দুই বছরেই তিনি এই লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিলেন। তবে, এই অসাধারণ কীর্তি সম্পাদনের আনন্দ উপভোগ করা কিংবা এর সুবাদে প্রাপ্য প্রশংসা ও সম্মান পাওয়ার সুযোগের আগেই, তাঁকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কার মুখোমুখি হতে হলো। তাঁকে কোম্পানির সদর দপ্তরে এক অত্যন্ত নগণ্য পদে তাঁকে অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে সরিয়ে দেওয়া হলো।

এই পদক্ষেপটির নেপথ্যে ছিল এক ইউনিয়ন নেতার ডাকা ধর্মঘট। ওই নেতার প্রতি রাজ্য ও কেন্দ্রীয়, উভয় সরকারেরই রাজনৈতিক সমর্থন ছিল। কারখানায় যে তিনি কর্মদক্ষতায় উন্নতিসাধন করেছেন এবং এর ফলে কর্মীদের জন্য আর্থিক সুফল এসেছে, জেনারেল ম্যানেজারের এই আকুল নিবেদন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী সদস্যদের কানে পৌঁছাল না। বরং তাঁরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বে থাকা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন যে, কারখানাটিকে যেন ধাপে ধাপে বেসরকারিকরণ করা হয়। সেই প্রস্তাব অনুযায়ীই মন্ত্রী মহোদয় সংসদে একটি বিবৃতিও দিলেন।

এই শ্রমিক নেতা শ্রমিকদের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি শ্রমিকদের কাছে প্রচার করতে থাকেন যে, এই জেনারেল ম্যানেজার কারখানাটিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য তদ্বির করছেন, যা শ্রমিকদের চাকরিকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেবে। অথচ বাস্তবে এই ঘটনার সাথে জেনারেল ম্যানেজারের বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্কই ছিল না।

পুরো ঘটনাটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার বললেন, "ওই শ্রমিক নেতাকে হাসপাতালের এক নারী কর্মীকে উত্ত্যক্ত করার সময় হাতেনাতে ধরা হয়েছিল। আমার চিফ ম্যানেজার সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে ওই শ্রমিক নেতাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন এবং তারপর

তিনি দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে যান। আমি ভেবেছিলাম, চিফ ম্যানেজার বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর বিষয়টি নিয়ে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। কিন্তু তার আগেই রাজ্যে বিধানসভার ভোট ঘোষণা হয়ে গেল এবং স্থানীয় এক রাজনীতিবিদ তাঁর স্ত্রীকে প্রার্থী করার জন্য ওই শ্রমিক নেতার দ্বারস্থ হলেন। এসব কিছুই ঘটে গিয়েছিল আমার অগোচরে, আমি এর কিছুই জানতাম না।"

"আমি আমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আমার চেয়ারম্যান এবং পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী সদস্যদের কাছে, সকলের কাছেই আকুতি জানিয়েছিলাম, যে আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে কারখানার সামগ্রিক অবস্থার কতটা উন্নতিসাধন হয়েছে। কিন্তু আমার সেই আকুতি সবই বিফলে গেল। হয়তো আমার আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। নিজের আবেগকে সংযত রেখে আমার পূর্বসূরিদের মতোই কারখানার অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও স্বার্থান্বেষী মহলের দৌরাত্ম্যকে নির্বিবাদে চলতে দেওয়া উচিত ছিল। শেষমেশ আমি কী পেলাম? নিজের কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও আমাকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া হলো। অথচ কারখানার বাস্তব ও আর্থিক পারফরম্যান্সে দৃশ্যমান উন্নতি ঘটিয়েছিলাম এবং কর্মীদের জন্য বাড়তি প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও করেছিলাম," হতাশা ও আক্ষেপের সঙ্গে তিনি এভাবেই নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

প্রশ্ন

গুপ্তবাবুর কী করা উচিত ছিল?